"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কারোর সাথেই বৈরিতা করা উচিত নয়, কেননা তোমরা হলে সকলের প্রতি কল্যাণকারী, যারা বৈরিতা করে তাদেরকে হাফ কাস্ট ব্রাহ্মণ বলা হবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ স্মৃতি সদা বুদ্ধিতে থাকলে নির্ভয় হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - সদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমরা সত্যখণ্ডের মালিক দেবী - দেবতা তৈরী হচ্ছি, শরীরকে যদি কেউ আঘাতও করে কিন্তু আত্মাকে আঘাত করতে বা মারতে পারবে না। গুলি শরীরেই লাগে। আমি আত্মা তো বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি, আমার কি ভয় ? আমি বসে আছি, ছাত যদি ভেঙ্গে পড়ে, আমি বাবার কাছে চলে যাবো। এতে ভয় পাওয়ার কোনো কথা নেই। তোমাদের এমন নির্ভয় হতে হবে।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা জগদম্বার মহিমা শুনেছে। এখন মানুষ তো কেবল গেয়ে থাকে যে, জগদম্বার মেলা লাগছে। এ হলো সঙ্গম। এখানে বাচ্চাদের সঙ্গে বাবার মেলা। বাবা থাকলে মা অবশ্যই থাকবে। ভারতে জগদম্বার জীবন কাহিনী কেউই জানে না। জগতের রচনাকারী অর্থাৎ জগৎ অম্বা। জগদম্বার মন্দিরও আছে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো, তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, যাঁর স্মরণিকা বানানো আছে, তিনি অবশ্যই সৃষ্টির সঙ্গমে এসেছিলেন। এনাকে জগদম্বা বলা হয়। জগৎপিতা, প্রজাপিতাও তো আছেন, তাই না।

অসীম জগতের এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্ত কি আছে, আর মুখ্য অ্যাক্টর্স কারা -- একথা কেউই জানে না। হিরো - হিরোইনরাও তো অ্যক্টর হয়, তাই না। কেবল তো দুইজন থাকবে না। অবশ্যই তাদের সেনাও থাকবে। জগদম্বারও সেনা থাকবে। তাদের শক্তি বলা হয়। শক্তি সেনা হলো প্রখ্যাত। শক্তি কোথা থেকে এসেছে? অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মার থেকেই শক্তি নিয়েছে - এ তো সবাই মানে। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান। তাঁকেই 'সৎ শ্রী অকাল' বলা হয়। যারা অকালী হয় তারা নিরাকারকে মানে। শিখরা গুরু নানককে মানে। তারা বলে, গুরু নানক দেব। তাদের যে পরম্পরা হয়, তাদের মধ্যে দশজন বাদশাহের নামও ভিন্ন - ভিন্ন। কারোর সিংহ, কারোর দাস , কারোর আবার চন্দ্রও নাম রয়েছে। সকলের নাম ভিন্ন - ভিন্ন, আর যারা অকালী, তারা অকালমূর্তকে মানে। সৎ শ্রী অকাল -- এ কার মহিমা ? পরমপিতা পরমাত্মার। তাই একথা সিদ্ধ করে যে, সৎ কেবল এক শ্রী - শ্রী অকালমূর্ত পরমাত্মাই। তোমরা বলতে পারো - সৎ শ্রী অকাল। তোমরা তাঁকে জানো। ওরা কেবল কিছু শব্দ বলে দেয়, অর্থ কিছুই জানে না। তোমরা তো 'সৎ শ্রী অকালকে' জানো। তাঁর বায়োগ্রাফিও তোমরাই জানো। বাচ্চারা, তোমাদেরই বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। তিনি এই জ্ঞানের কলস মাতাদের দিয়েছেন। ইনি হলেন বড় মাম্মা, আর এরপর তোমরা অনেক মাতা। জগদম্বার অনেক ছেলে- মেয়ে। ইনি জগদম্বা, তাহলে পিতাও অবশ্যই আছেন। তোমরা জানো যে, এই জগদম্বা কে, কার বাচ্চা ? তিনি তো হলেন মানব, ৮ - ১০ ভুজ তো নেই। এতো হাত কেন দেওয়া হয়েছে -- এ কেউই জানে না। তাই উঁচুর থেকে উঁচু হলেন সৎ পরমাত্মা। বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানো হয়েছে - পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে আমরা রূপ বসন্ত বলি, রূপও আছে আর বসন্তও, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এতো ছোটো স্টার, তিনি জ্ঞানের সাগর। ওয়ান্ডার, তাই না। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - বাবা হলেন বিন্দু রূপ, তাঁর মধ্যে অবশ্যই সমস্ত পার্ট নিহিত আছে। ভক্তিমার্গে তিনি ভক্তদের ভাবনা পূরণ করেন। এ সবই ড্রামাতে নির্ধারিত আছে। যে সময় যার যে ভাবনা, তা পূর্ব থেকেই ড্রামাতে নির্ধারিত থাকে। তোমাদের এই পড়াও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে, যে পার্ট আবার রিপিট হচ্ছে। এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না। তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো যে, উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান সব বলেন। তিনি হলেন নিরাকার, নির্ভয়, নির্বৈর.....তাঁর কারোর সাথে বৈরিতা নেই। তোমাদেরও কারোর সঙ্গে বৈরীতা নেই। তোমরা হলে সকলের কল্যাণকারী। কারোর মধ্যে যদি বৈরী ভাব থাকে তাহলে তাকে হাফ কাস্ট বলা হবে। অর্ধেক শূদ্র, অর্ধেক ব্রাহ্মণ। যখন সমস্ত বিকারের খাদ সম্পূর্ণভাবে নির্গত হয়ে যাবে, তখনই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা হবে। এখন তো অর্ধেক - অর্ধেক। সকলের মধ্যে কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কার ভরপুর হয়ে আছে, তা দূর করতে হবে। তোমাদের এখন না দেবতা, না শূদ্র, মাঝামাঝি ব্রাহ্মণ বা অর্ধেক ব্রাহ্মণ বলা হবে। এখনো তোমরা সম্পূর্ণ হওনি। জগৎ অম্বাকে দেবতা বলা হবে না। জগৎ অম্বা যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান, তারপরই তিনি দেবতা হন। এখন তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার পুত্রী হলেন সরস্বতী কিন্তু এই কথা কেউই জানে না। ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন যে, তিনি মুখ বংশাবলী রচনা করেছিলেন। তাঁকেই শিবশক্তি সেনা বলা হয়।

তাই তোমরা জানো যে, সেই উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা, যিনি পরমপিতা, তিনি পরমধামে থাকেন। এরপর সূক্ষ্মবতনে আছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গ হওয়ার কারণে তাঁদেরও যুগল দেখানো হয় । বিষ্ণুকে সম্পূর্ণ যুগল রূপে দেখানো হয় । এই সব কথা বুদ্ধিতে রাখার প্রয়োজন। মানুষ বলবে যে, আমরা এক্টর। তাই মানুষকে এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের কথা জানতে হবে, তাই না । উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান কে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর কে? ৮ - ১০ বা ১০০ হাতের কি কেউ আছে? এমন কেউই নেই, এই সব চিত্র ফালতু । ব্রহ্মার একশো হাত দেখানো হয় । এখন ইনি তো প্রজাপিতা, একশো হাতের তো কোনো কথাই নেই। এ সবই ভুল করে দিয়েছে । রাইট কথা বাস্তবে কি, তাও বোঝা উচিত। উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান, যিনি পরমধামে থাকেন, তিনি হলেন স্টার। বিষ্ণুরও চার ভুজ দেখানো হয়েছে, দুই ভুজ লক্ষ্মীর, আর দুই ভুজ নারায়ণের। রাবণের যেমন দশ শির দেখানো হয়, পাঁচ হলো স্ত্রীর, আর পাঁচ পুরুষের। সবার প্রথম মুখ্য বিকার হলো দেহ বোধ। তারপর নম্বরের ক্রমানুসারে অন্য সব বিকার আসে । সূক্ষ্মবতনবাসী ব্রহ্মা তো হলেন অব্যক্ত। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো এখানে প্রয়োজন, তাই না । ইনি যখন সম্পূর্ণ হয়ে যান, তখন সূক্ষ্মবতনের ফরিস্তা হয়ে যান। তোমরাও ফরিস্তা হয়ে যাও। ওখানে তোমাদের হাড় - মাংসের দেহ থাকে না । এদেরই ফরিস্তা বলা হয় । ব্রহ্মা তো প্রজাপিতা এখানে । এরপর বিষ্ণু দুই রূপে পালনা করবেন। শঙ্কর তো হলেন সূক্ষ্মবতনবাসী । এ'সব হলো বড় বোঝার মতো কথা । এতো দূরদর্শী বুদ্ধি কারোর নেই। তোমাদের বুদ্ধি একদম মূলবতন, সূক্ষ্মবতন পর্যন্ত চলে গিয়েছে । সূক্ষ্মবতন এখন রচনা করা হয়েছে । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করেরও রচনা করা হয়েছে, যেখান পর্যন্ত তোমরা পৌঁছাতে পারো । তাই উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর, তারপর এই মনুষ্য সৃষ্টিতে দেবী - দেবতারা । বাকি আট বা দশ ভুজর বা চণ্ডিকা দেবী ইত্যাদি তো নেই। এতো সব চিত্র কোথা থেকে এসেছে? তোমাদের কাছে তো কোনো হাতিয়ার নেই-ই। এই সব হিংসক হাতিয়ার বসে বানানো হয়েছে । দেবতারা তো হলেন ডবল অহিংসক। সূক্ষ্মবতনে কোনো হাতিয়ার ইত্যাদি থাকে না । চিত্রতে কতো হাতিয়ার দেওয়া হয় । একে বলা হয় পুতুল পূজা । এঁদের কর্তব্য কেউই জানে না । বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা নতুন রচনা করেন। তাহলে তিনি তো নিজেই বড় হয়ে গেলেন, তাই না । তোমরা হলে তাঁর সন্তান, পৌত্র - পৌত্রী ।

যারা বোঝার তারা বুঝতেও পারে, কিন্তু একথা তবুও বুঝতে পারে না যে, সকলেরই মৃত্যু হবে । এখনো কতো মানুষের মৃত্যু হতে থাকে । খবরের কাগজ ইত্যাদিতে তো দেখায়ই না, না হলে নাম বদনাম হয়ে যাবে । ক্ষুধায় অনেকেরই মৃত্যু হয় । কোনো সময় অতি কষ্টে দুটো রুটি খেতে পায় । বাচ্চারা, তোমরা জেনে গেছো যে, সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব চলতে থাকে । মনুষ্য হলো দুই ভুজরই। বাকি সত্যযুগে কোনো আট বা দশ হাতের দেবী থাকে না । সেকেন্ড নম্বরে আছে রাম - সীতা । তাঁরাও এখানে রাজযোগের দ্বারা পদপ্রাপ্তি করছে । বোঝার জন্য এ কতো সহজ কথা । বাবা বলেন, তোমরা অনেক বেদ শাস্ত্র পড়েছো, এখন তোমরা আমার কাছে শোনো,আর জাজ করো -- আমি তোমাদের সত্য শোনাই, নাকি ওরা তোমাদের সত্য শোনায়? যদি ওরা সত্য শোনায় তাহলে তোমরা সত্য নারায়ণের কথা শুনে কেন সত্য নারায়ণ তৈরী হওনি ?

তোমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি সত্য বাবার কাছ থেকে সত্য কথা শুনছো -- এই কথা হলো নারী থেকে লক্ষ্মী আর নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা । তাহলে অবশ্যই প্রজাও তৈরী হবে, নাকি কেবল লক্ষ্মী - নারায়ণ গিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবে? এই দেবী - দেবতার রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে । এরপর সত্যযুগে গিয়ে রাজত্ব করবে । ওখানে রাজাদের লস্কর ইত্যাদি কিছুই থাকে না । লস্কর বিকারী, অপবিত্র রাজাদের থাকে । ওরা তো হলো হোলি (পবিত্র) রাজা । সত্যযুগকে হোলি ল্যান্ড বলা হয়, একে বলা হয় আনহোলি ল্যান্ড (অপবিত্র দুনিয়া)। এ অনেক পুরানো, পতিত হয়ে গেছে । নতুনকে তো পুরানো হতেই হবে । শরীরও প্রথমে নতুন, তারপর পুরানো হয় । এ তো বুদ্ধিতে বসা উচিত, তাই না । মানুষ হয়েও তারা ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানে না । তোমরা জানো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু শিব বাবা মূলবতনে থাকেন। তাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয় । বিন্দু আত্মারাও ওখানে থাকে কিন্তু বিন্দু রূপ দিলে কেউ কিভাবে বুঝতে পারবে? বিন্দুর পূজা কিভাবে করবে ষ? শিব বাবার বিন্দু রূপের পূজা কিভাবে করবে? তিলক কিভাবে লাগাবে? বাবা অমরনাথেরও মহিমা আছে । বাবা সমস্ত কিছু দেখে এসেছেন যে, কেমনভাবে শিবলিঙ্গ বানানো হয় । বলা হয়, ওখানে পার্বতী, শঙ্করকে কথা শুনিয়েছিলেন। এখন পার্বতীর কোন্ দুর্গতি হয়েছিলো যে, শিব বসে তাঁকে কথা শুনিয়েছিলেন? বাস্তবে তোমরা সবাই হলে পার্বতী । তোমরা জনম - মরণে আসো, আর সদ্গতি লাভ করার জন্য কথা শুনছো । তাই ওখানে জিজ্ঞাসা করে যে, শিবলিঙ্গ কোথায়? তখন বলে, শিবলিঙ্গ তো নিজে থেকেই বের হয়ে আসে । আরে ! এ কিভাবে হবে? ওখানে পায়রাও দেখানো হয় । পায়রা কখনো কথা বলা শিখতে পারে না । তোতাকে কথা বলা শেখানো হয়, আর তখন সে বলতে পারে । ওদের গলায় নেকলেস পরানো হয় । তোমরা জ্ঞানের নেকলেস পরো । তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন

শিব বাবা, তারপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। প্রবৃত্তি মার্গ দেখানোর জন্য বিষ্ণুর চার ভুজ দেখানো হয় । এই মনুষ্য সৃষ্টিতে উঁচুর থেকে উঁচু হলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ আর তাঁদের রাজধানী, তারপর রাম - সীতার ডায়নেস্টি । এই হোলি ডায়নেস্টি সম্পূর্ণ হয় । তারপর রাবণ রাজ্য শুরু হয় । এরপর সবাইকে পতিত হতেই হবে । বাকি হ্যাঁ, পরের দিকে যে নতুন আত্মারা আসে, তাদের কিছু প্রভাব পড়ে । কারোর সতোপ্রধানতার, কারোর রজঃ, কারোর আবার তমোর পার্ট থাকে । এ হলো অসীম জগতের ড্রামা । মনুষ্য তো মনুষ্যই। বাকি সবই হলো পুতুল পুজো । তোমরা তো অ্যাক্টর্স, তাই না । তোমরা এখন মনুষ্য থেকে দেবতা হচ্ছো । জাগতিক পড়ার দ্বারা মানুষ কতো উচ্চ পদ লাভ করে । এও পড়া, যার দ্বারা তোমরা রাজ্য পদ প্রাপ্ত করো । এমন পড়া কোথাও হয় না । ওই প্রিন্স - প্রিন্সেস তো প্রালব্ধ নিয়ে আসে । তোমরা এখানে প্রালব্ধ তৈরী করছো । ভবিষ্যৎ সত্যযুগের জন্য এ কতো উচ্চ এবং সহজ নলেজ -- সেকেন্ডে জীবনমুক্তি । আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান, ঈশ্বরীয় কোলে বসে আছি । ঈশ্বরের কোল কে ত্যাগ করবে ?

তাই এই ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে বুঝতে হবে । বাবা তো বসে যথার্থ রীতিতে বোঝান। যিনি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ -- এমন মহিমা করা হয় । তাঁকে সৎ - চিৎ - আনন্দ স্বরূপ বলা হয় । তাই তিনি যখন আসবেন, তখনই তো উত্তরাধিকার দান করবেন, তাই না । তোমরা সত্যখণ্ডের মালিক দেবী - দেবতা তৈরী হও। এখানে ভয়ের কোনো কথা নেই। এখানে তো কতো ভয় থাকে -- কেউ যেন আক্রমণ বা আঘাত না করে । তোমাদের তো সম্পূর্ণ নির্ভয় থাকতে হবে । শরীরকে কেউ আঘাত করতে পারে, আত্মাকে কেউ তো আঘাত করতে পারে না যে তোমরা ভয় পাবে । নির্ভয় হওয়ার জন্য বড় বুদ্ধি থাকা উচিত। বাবাও নির্ভয় আর বাচ্চারাও নির্ভয় । গুলি তো শরীরে লাগে, আমি আত্মা তো বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি, আমার কি ভয়? আমরা বসে আছি, তখন যদি ছাদ ভেঙ্গে পড়ে, আমরা বাবার কাছে চলে যাবো । নির্ভয় হওয়ার জন্য সময় লাগে । তোমরা তো জগদম্বার বাচ্চা শিব শক্তি সেনা । একের তো আর মহিমা হয় না । তোমরাও সঙ্গে আছো । ইনি হলেন কমান্ডার। তোমাদের রুহানী ড্রিল শেখান। তোমরা তাঁর সন্তান। তোমরা হলে লাকী নক্ষত্র। এই সরস্বতীও লাকী নক্ষত্র। ইনি তো ব্রহ্মার পুত্রী, তাই না । ওই জ্ঞান সূর্যের চন্দ্রমা তো এই ব্রহ্মা, তাই না, কিন্তু ইনি মেল হওয়ার কারণে মায়েদের উপর কলস রাখা হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কলিযুগী তমোপ্রধান সংস্কারকে দূর করে প্রকৃত ব্রাহ্মণ হতে হবে । কারোর প্রতিই বৈরী ভাব রাখবে না ।

২) নির্ভয় হওয়ার জন্য আত্ম - অভিমানী থাকার অভ্যাস করতে হবে । আমরা হলাম শিব শক্তি সেনা, আমাদের তো সত্যখণ্ডের মালিক হতে হবে - এই নেশাতে থাকতে হবে ।

বরদানঃ- কলিযুগী বায়ুমণ্ডলে থেকেও তার ভাইব্রেশন থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে স্বরাজ্য অধিকারী ভব

স্বরাজ্য অধিকারী তাকেই বলা হয়, যাকে কোনো কর্মেন্দ্রিয়ই নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে না, সদা এক বাবার প্রতি যেন আকৃষ্ট থাকে । কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি যেন আকর্ষণ তৈরী না হয় । এমন রাজ্য অধিকারীই হলো তপস্বী। সেই হংসই বকেদের এই কলিযুগী বায়ুমণ্ডলে থেকেও সদা সেফ থাকে । দুনিয়ার সামান্যতম বায়ুমণ্ডলও তাকে আকৃষ্ট করে না । তার সমস্ত কমপ্লেইন সমাপ্ত হয়ে যায় ।

স্লোগানঃ- মন্দকে ভালোতে পরিবর্তন করাই হলো উচ্চ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ শক্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;